আর
দেবনাথ
কাঁচা মাল মজুত, এখন শুধু তৈরি করে নেওয়ার ওয়াস্তা।
তারপরেই নানা আম গাছে হানা।
হাতিয়ার তৈরি, এবার হানা দেওয়া যাক।
আগে চল বোর্ডিংএর বাগানের আম গাছে।
ইস্! একটুর জন্যে ফস্কে গেলো।
আমারটাও!
ঝনন্!
নন্টে! গুলতি নিক্ষিপ্ত ইটে জানালার কাঁচ ভাঙলো না কি রে?
সেই রকমই তো মনে হচ্ছে ফন্টে! কেউ দেখার আগে চল সরে পড়ি।
পরে
তোমাদের বোর্ডিংএর দুজন ছেলে গুলতি ছুঁড়ে এটা ভেঙেছে।
তুই ঐ গাছটায় যা আমি ঝট করে কেল্টোটাকে দেখে আসি।
ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আয়।

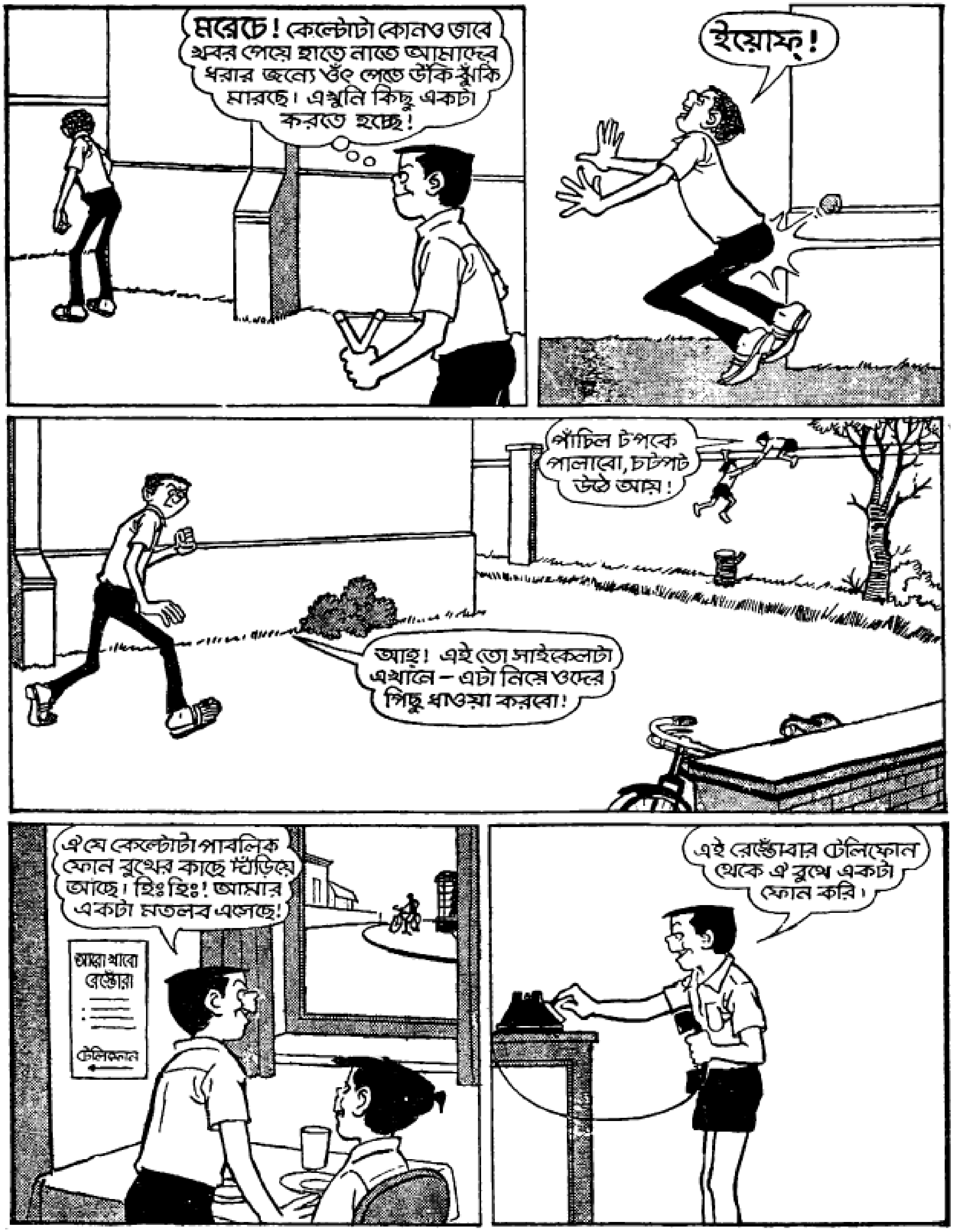
মরেছে! কেল্টোটা কোনও ভাবে খবর পেয়ে হাতে নাতে আমাদের ধরার জন্যে ওঁৎ পেতে উঁকি ঝুঁকি মারছে। এক্ষুনি কিছু একটা করতে হচ্ছে!
ইয়োফ্!
পাঁচিল টপকে পালাবো, চটপট উঠে আয়!
আহ্! এই তো সাইকেলটা এখানে — এটা নিয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করবো!
ঐ যে কেল্টোটা পাবলিক ফোন বুথের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হিঃ হিঃ! আমার একটা মতলব এসেছে!
আরো খাবো রেস্তোঁরা
টেলিফোন
এই রেস্তোঁরার টেলিফোন থেকে ঐ বুথে একটা ফোন করি।

ক্রীররং ক্রীং
ক্রীররং ক্রীং
এ আবার কি- টেলিফোন বাজছে! বোধহয় আমার জবাব দেওয়া উচিত!
খুব ঝটপট করতে হবে, নন্টে! কারা আটকালো ও যেন বুঝতে না পারে!
কেল্টোটা ওখানে আটকে থাক। চল, আমরা বোর্ডিংয়ে ফিরে যাই!
আমি একটা টেলিফোন কল পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে যে, কেল্টুবাবু না ফেরা পর্যন্ত আমি যেন আপনাদের অফিস ঘরে বসিয়ে রাখি।
আপনার জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে, কেল্টুবাবু!
অফিস
নন্টে আছে তবে ফন্টে নেই...
ঠিক আছে। এই দরকারী কাগজটা স্যারকে দিয়ে দেবেন এবার আমি ওদের দেখছি!
ওহ্! স্যারের কাগজটা!

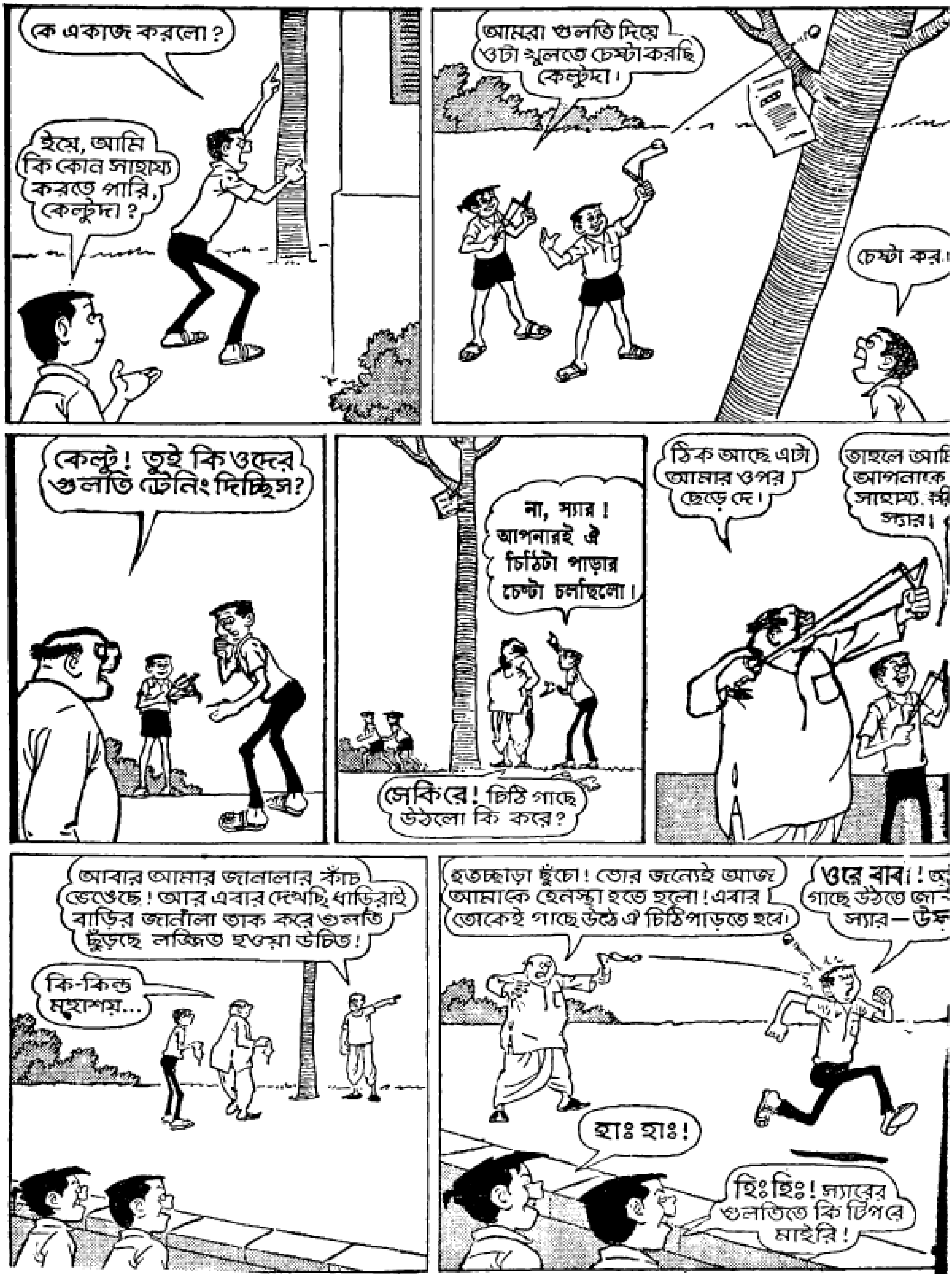

কে একাজ করলো?
ইয়ে, আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি, কেল্টুদা?
আমরা গুলতি দিয়ে ওটা খুলতে চেষ্টা করছি কেল্টুদা।
চেষ্টা কর।
কেল্টু! তুই কি ওদের গুলতি ট্রেনিং দিচ্ছিস?
না, স্যার! আপনারই ঐ চিঠিটা পাড়ার চেষ্টা চলছিলো।
সেকি রে! চিঠি গাছে উঠলো কি করে?
ঠিক আছে এটা আমার ওপর ছেড়ে দে।
তাহলে আ আপনাকে সাহায্য স্যার।
আবার আমার জানালার কাঁচ ভেঙেছে! আর এবার দেখছি ধাড়িরাই বাড়ির জানালা তাক করে গুলতি ছুঁড়ছে লজ্জিত হওয়া উচিত!
কি-কিন্তু মহাশয়...
হতচ্ছাড়া ছুঁচো! তোর জন্যেই আজ আমাকে হেনস্থা হতে হলো! এবার তোকেই গাছে উঠে ঐ চিঠি পাড়তে হবে।
ওরে বাবা! গাছে উঠতে স্যার—
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ! স্যারের গুলতিতে কি টিপ রে মাইরি!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেউ এখন ক্লাশে নেই। এই মওকায় নন্টে আর ফন্টের ডেস্ক হাতড়ে দেখি ওদের খাবার রাখা আছে কি না।
এই তোরা নিশ্চয়ই কোন খাবার ডেস্কে রেখে আসিস নি, ফন্টে। না হলে কেল্টুদা সব সাবড়ে দেবে।
ওকে আমরা নিরাশ করতে চাই না, তাই ওর জন্যে স্পেশাল খাবার রেখে এসেছি!
আহা, চমৎকার! ফন্টের ডেস্কে চিনি আর মাখন লাগানো পাঁউরুটি!
ওয়াক-ওয়াক। এ তো মাখন মাখানো নয়— এ সাবান মাখানো!
ওয়্যাহ! জল!
গ্লপ! গ্লপ!
অ্যাঃ! নুন জল!

সাবানের বিচ্ছিরি স্বাদটা আমার মুখ থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। ওরা কোথায় খাবার লুকিয়ে রেখেছে আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।
কেল্টো এদিকেই আসছে রে নন্টে!
আসছে? বেশ!
আমি একটা দারুণ জিনিস বাগানে মালীর ঘরে একটা বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছি!
হোঃ হোঃ! এবার আমি ওদের গোপন লুকোবার জায়গা আবিষ্কার করেছি!
ঐ যে সেই বাক্স! জানি না কি দারুণ খাবার ওরা ওর মধ্যে রেখে গেছে!
এই তো পেয়েছি! এটা নিশ্চয় কোন নতুন ধরনের — ইক্ক! এটা তো খাবার জিনিস নয়, এ তো ভীমরুলের চাক!
বাঁচাও, বাঁচাও! গেলুম!
বোঁও-ওওও!
হাঃ হাঃ! মনে হয় আর কোনদিন কেল্টো আমাদের খাবারের দিকে হাত বাড়াবে না!

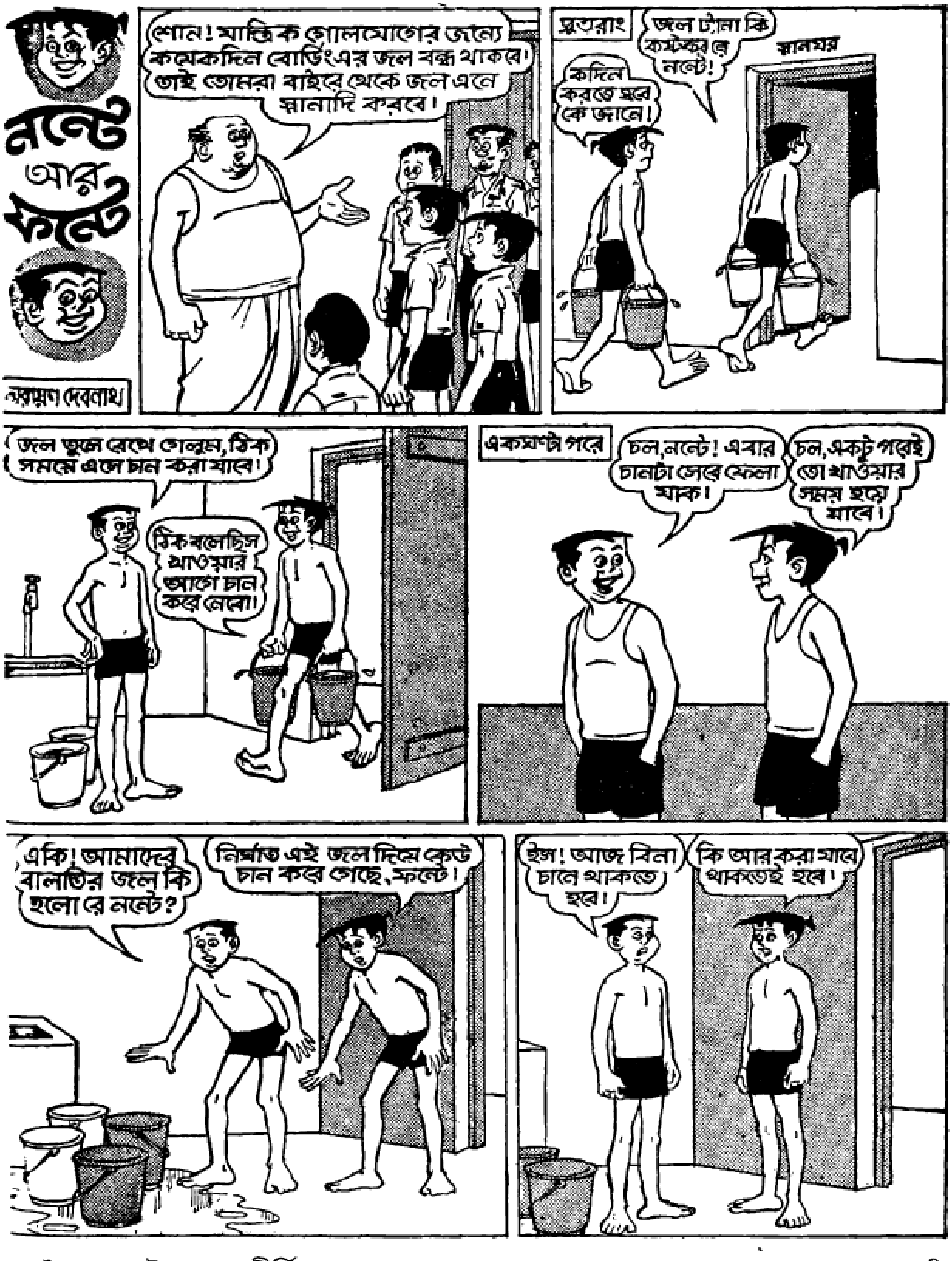
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
শোন! যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে কয়েকদিন বোর্ডিংএর জল বন্ধ থাকবে। তাই তোমরা বাইরে থেকে জল এনে স্নানাদি করবে।
সুতরাং
জল টানা কি কষ্টকর রে নন্টে!
কদিন করতে হবে কে জানে!
স্নানঘর
জল তুলে রেখে গেলুম, ঠিক সময়ে এসে চান করা যাবে।
ঠিক বলেছিস খাওয়ার আগে চান করে নেবো।
একঘণ্টা পরে
চল, নন্টে! এবার চানটা সেরে ফেলা যাক।
চল, একটু পরেই তো খাওয়ার সময় হয়ে যাবে।
একি! আমাদের বালতির জলে কি হলো রে নন্টে?
নির্ঘাত এই জলে দিয়ে কেউ চান করে গেছে, ফন্টে।
ইস! আজ বিনা চানে থাকতে হবে।
কি আর করা যাবে থাকতেই হবে।

পরদিন
একি! আজও সেই একই ব্যাপার!
আমাদের কষ্ট করে আনা জলে কে এই কাণ্ড করছে বল তো?
এই ছুঁচো ইঁদুরটাকে বের করতেই হবে
দাঁড়া, একটা মতলব বের করেছি!
সেই মতো পরের দিন
দুদিন চান করা হয়নি, ফন্টে! আজ পরে এসে ভালো করে চান করতে হবে।
হিঃ হিঃ. ওরা কিছু বুঝতেই পারেনি। যে ক'দিন কল ঠিক না হবে সে ক'দিন ওদের তোলা জল দিয়েই চান চলবে।
এবার দেখি কোন ছুঁচো আমাদের জলে দিয়ে চান করে।
নিজে কষ্ট করে টানা জলের বদলে অন্যে আনা জলে চান করতে পেরে আমার মনটা আনন্দে নেচে নেচে উঠছে
অন্যের জল নিয়ে চিটিংবাজির ফল এবার টের পাবে।
একটু পরেই
উঃরে! ইঃ! গেলুম!
কেল্টুদা! অন্যের টানা জলে চান করে এখন শুধু তোমার মন নয়, একেবারে গোটা শরীরটাই কেমন নেচে নেচে উঠছে!
হিঃ হিঃ! বিছুটিকা চূর্ণর কেরামতি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পুকুরের মালিকের নজরে এড়িয়ে ধরা বড় মাছটা আয় ভেজে খাই।
আর ছোটগুলোকে এই চিনেমাটির বাটিটায় ভিইয়ে সিলিংএ ঝুলিয়ে রাখি।
নন্টে আর ফন্টের ঘর থেকে মাছ ভাজার গন্ধ আসছে বলে মনে হচ্ছে!
নন্টে আর ফন্টে! এখানে এসব কি হচ্ছে?
এই রে! কেল্টোটা টের পেয়ে গেছে!
কেল্টুদা! ওপরে জলের বাটি।
মাছধরার টোপের জলো রাখা ছোট মাছগুলি গেলো!
উফ্! বেশীরভাগটাই বাঁচিয়েছি! এগুলো স্নানঘরের বেসিনের মধ্যে রেখে দেবো!

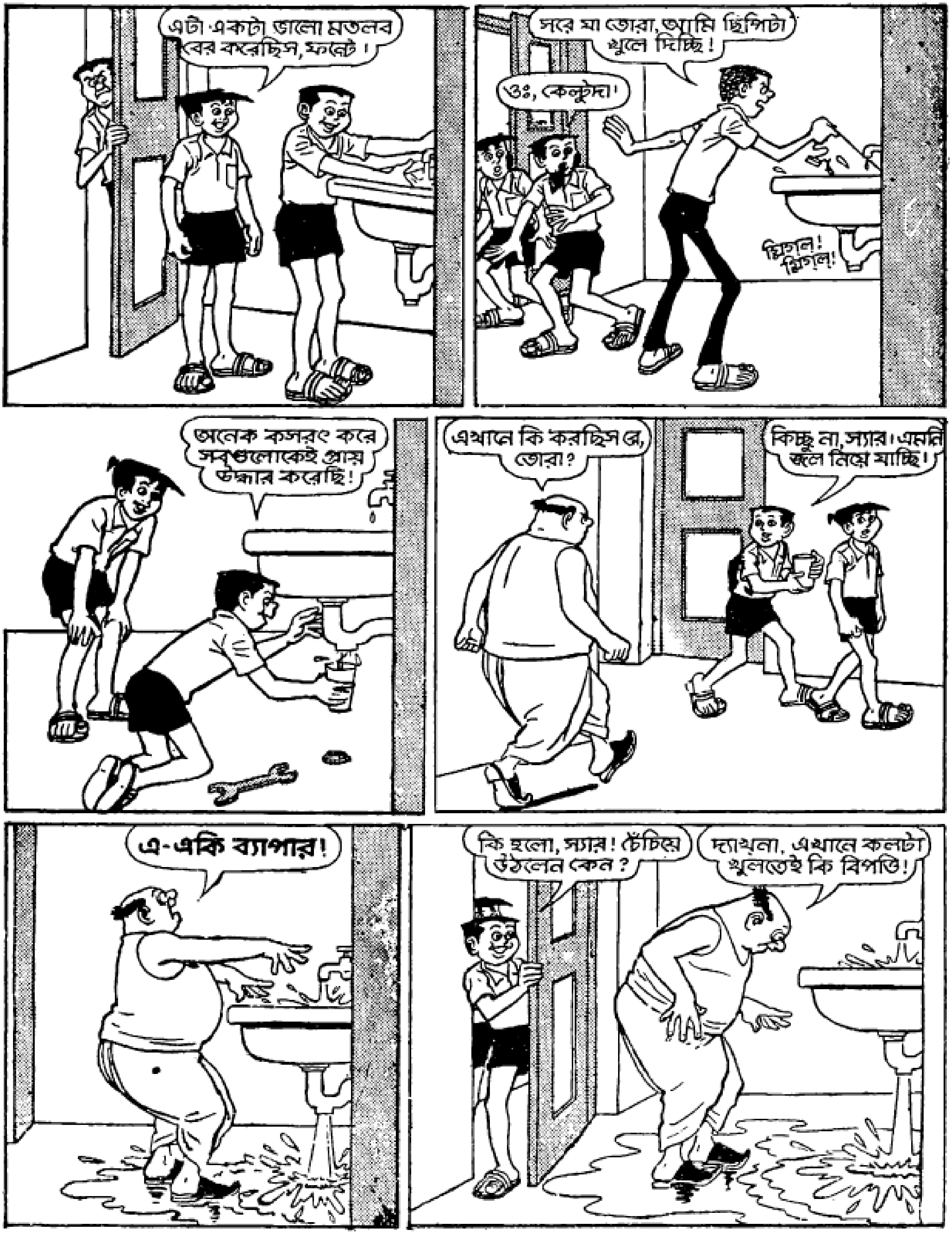
এটা একটা ভালো মতলব বের করেছিস, ফন্টে!
সরে যা তোরা, আমি ছিপিটা খুলে দিচ্ছি!
ওঃ, কেল্টুদা!
গিগল! গিগল!
অনেক কসরৎ করে সবগুলোকেই প্রায় উদ্ধার করেছি!
এখানে কি করছিস রে, তোরা?
কিছু না, স্যার। এমনি জল নিয়ে যাচ্ছি।
এ-একি ব্যাপার!
কি হলো, স্যার! চেঁচিয়ে উঠলেন কেন?
দ্যাখনা, এখানে কলটা খুলতেই কি বিপত্তি!

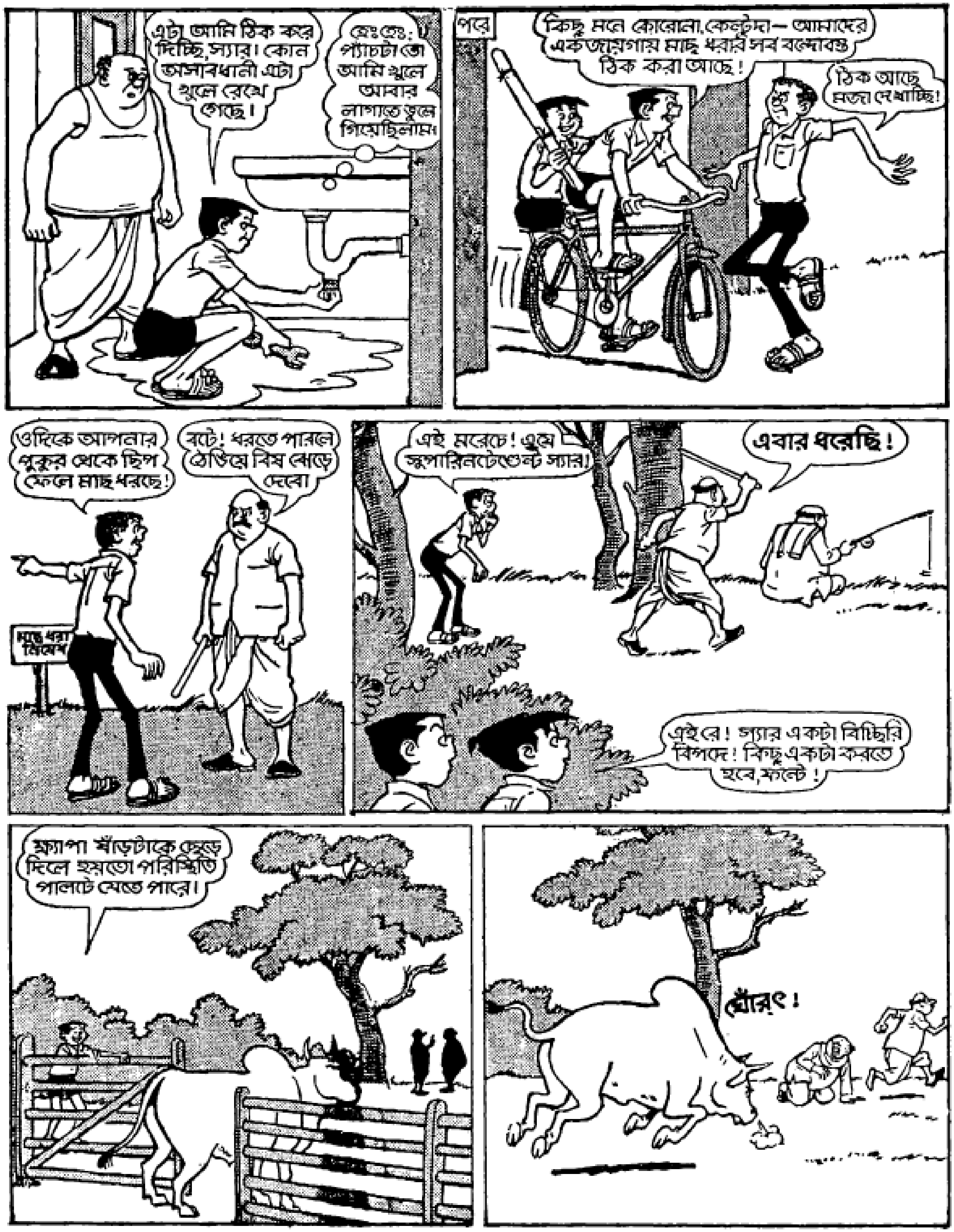
এটা আমি ঠিক করে দিচ্ছি, স্যার। কোন অসাবধানী এটা খুলে রেখে গেছে।
হেঃ হেঃ : প্যাচটা তো আমি খুলে আবার লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম।
পরে
কিছু মনে কোরোনা, কেল্টুদা— আমাদের এক জায়গায় মাছ ধরার সব বন্দোবস্ত ঠিক করা আছে!
ঠিক আছে মজা দেখাচ্ছি!
ওদিকে আপনার পুকুর থেকে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে!
বটে! ধরতে পারলে ঠেঙিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো
মাছ ধরা নিষেধ
এই মরেছে! এযে সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার!
এবার ধরেছি!
এই রে! স্যার একটা বিচ্ছিরি বিপদে! কিছু একটা করতে হবে, ফন্টে!
ক্ষ্যাপা ষাঁড়টাকে ছেড়ে দিলে হয়তো পরিস্থিতি পালটে যেতে পারে।
ঘোঁৎ!

স্যার! শিগগির আপনার চাদরটা আমাকে দিন।
ওরে বাবারে! প্রাণটা গেলো বুঝি!
ব্যাটা ষণ্ডর মনের ইচ্ছেটাকে পণ্ড করেছি, স্যার!
কিন্তু ওদিকে
ইঁররক!
উঠে আয়, কেল্টু। ষাঁড়টা পালিয়েছে। কিন্তু তুই এখানে কি করছিলি?
দেখুন, স্যার— এই মাছটা কেল্টুদার সঙ্গে পুকুর থেকে চলে এসেছে!
সাবাশ, কেল্টু। তুই আমাদের সবার চেয়ে বেশী ভালো মেছুড়ে।
হ্যাঁচ্চো!
কেল্টু! তোর এই অসুস্থ শরীরে মাছভাজা খাওয়া উচিত নয়। পরে আমি তোকে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।
সেই ভালো, স্যার। কেল্টুদার খারাপ শরীরকে আরো খারাপ না করাই ভালো।
হাঁচ্চো!

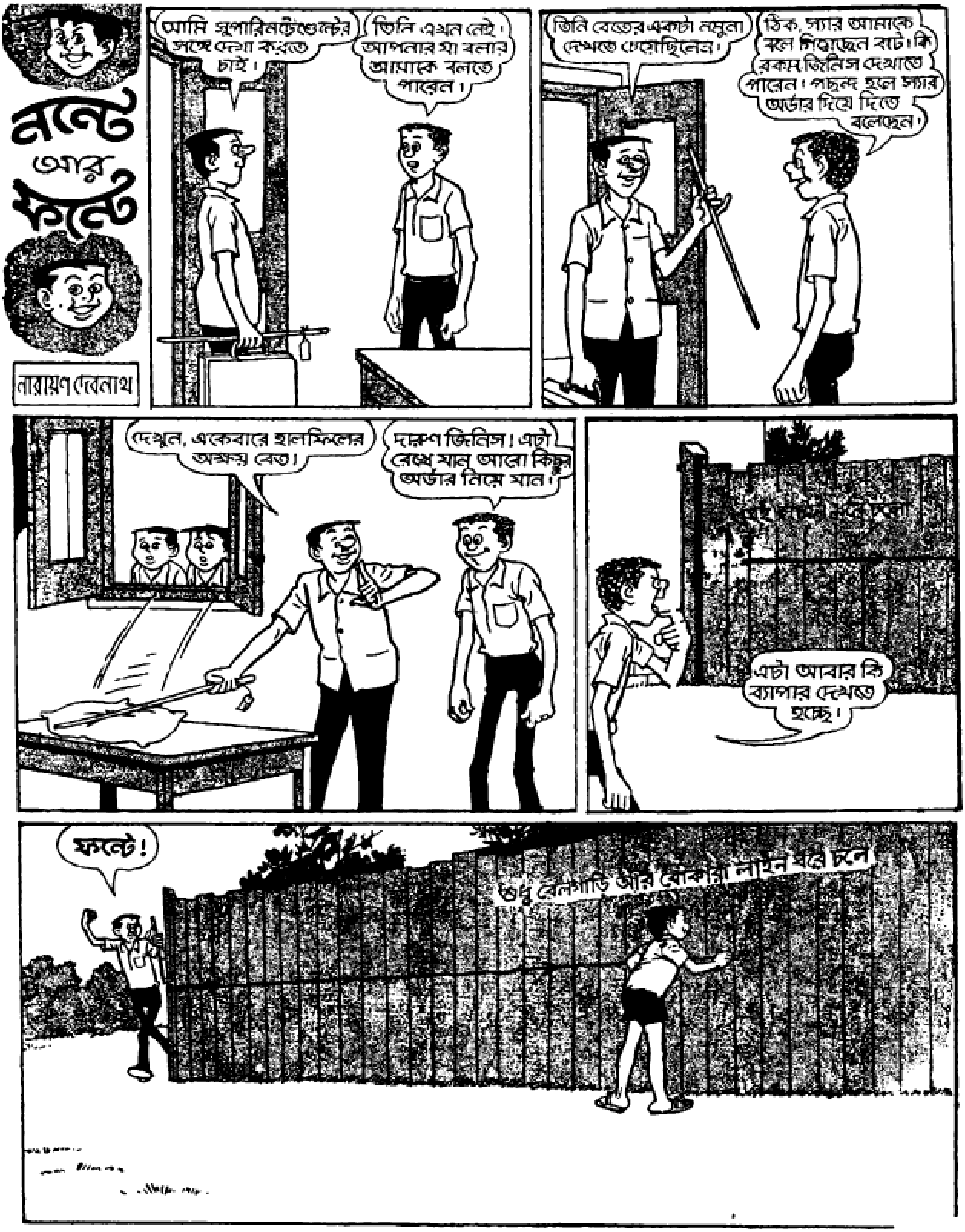
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমি সুপারিনটেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।
তিনি এখন নেই। আপনার যা বলার আমাকে বলতে পারেন।
তিনি বেতের একটা নমুনা দেখতে চেয়েছিলেন।
ঠিক, স্যার আমাকে বলে গিয়েছেন বটে। কি রকম জিনিস দেখাতে পারেন। পছন্দ হলে স্যার অর্ডার দিয়ে দিতে বলেছেন।
দেখুন, একেবারে হালফিলের অক্ষয় বেত।
দারুণ জিনিস! এটা রেখে যান আরো কিছু অর্ডার নিয়ে যান।
এটা আবার কি ব্যাপার দেখতে হচ্ছে।
ফন্টে!
শুধু রেলগাড়ি আর বোকারা লাইন ধরে চলে

এবার একটার ওপর নতুন বেত পরীক্ষা করার মওকা মিলেছে! হেঃ হেঃ!
স্যারের ঘরে আয়, ফন্টে! আমি বেতের একটা নতুন লাইন পেয়েছি, মনে হয় তোরও পছন্দ হবে।
খেলনা সাপটা নিয়ে আমি স্যারের ঘরে কেল্টোর কাছে যাচ্ছি, তুই পরে আয়।
স্যার তো নেই! কি মতলবে তোকে ওঘরে ডেকেছে কে জানে!
পিঠ পেতে দে, ফন্টে! তারপর আমি বেতের খেল দেখাচ্ছি! হেঃ হেঃ!
দেখো, কেল্টুদা! ওটা কি?
ওরে বাবা! সা-সাপ!
শিগগির তোমার বেতটা দাও, কেল্টুদা! ওটার ব্যবস্থা করি।
এ-এই-ন নে!

ভাগ্যিস তোমার বেতের ছড়িটা ছিলো, কেল্টুদা!
বাঃ! তোর বেশ সাহস আছে তো, ফন্টে!
কেল্টোর কাছ থেকে ওর নতুন বেতটা বাগিয়েছি, নন্টে
এবার ওটাকে পুড়িয়ে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যাবে।
কি সাংঘাতিক জিনিস রে, মাইরি! আগুনে পোড়ে না!
তাহলে এই হতচ্ছাড়া জিনিসটাকে কোথাও পুঁতে ফ্যাল্!
এবার এটার ঠিক সদ্গতি হবে!
একঘণ্টাপরে
খুঁজে বের কর! নির্ঘাত কোথাও লুকিয়ে রেখেছে...
পেয়েছি, নন্টে আর ফন্টে! তোদের দুজনকে স্যারের বেত লোপাট ও নষ্ট করার চেষ্টার অপরাধে এই বেতের ঘা চেখে দেখতেই হবে।
এর জন্যে ঐ বেত বিক্রির লোকটাই দায়ী। এর প্রতিফল ও পাবে।

ঐ যে সেই বেত বিক্রির লোকটা আরো বেত নিয়ে আসছে !
ধরেছি!
ওফ্‌স!
শুনুন, মহাশয়! আমরা যা বলবো তাই করবেন, না হলে...
পুরোনোগুলো নষ্ট করে দিলুম! আহ্‌, দরজায় টোকা পড়েছে— নিশ্চয় সেই বিক্রেতা বেত নিয়ে এসেছে !
ভেতরে আসুন!
দুঃখিত, কেল্টুবাবু কৈফিয়ত দিতে পারবো না, কিন্তু আমি বেত বিক্রি করবো না আর এটাও ফেরত নেবো !
এঃ!
কেল্টুদা! আমরা তোমার বেত খেতে এসেছি!
বাহ্‌! বেত দিয়ে তোদের পেটানো গেলো না—কিন্তু তোদের হাজার লাইন হাতের লেখা লিখতে হবে !
জলদি লিখে ফেলুন, আর মাত্র একশো লাইন আমাদের জন্যে লিখতে বাকী— না হলে বেতের বাক্স ফেরত পাবেন না !
আর এখানে বেত নিয়ে আসছি না!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আজ অর্দ্ধদিবস ছুটি-তাই বলে আনন্দে লুটোপুটি খাবার কারণ নেই-তোমাদের সকলকে আজ স্কুলের বাগানে কাজ করতে হবে! নন্টে আর ফন্টে তোরা আগে শুরু করবি!
এবার নন্টে আর ফন্টে! কাজ শুরু করে দাও-কোন ঢিলেমি নয় চটপট কাজ চাই।
এই তো চাই নন্টে আর ফন্টে! তোদের দেখে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে!
হ্যাঁ, কেল্টুদা।
কিছু পরে
নন্টে আর ফন্টে! বাহ্! শয়তানদুটো সীমানা পাঁচিলের নীচে সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেলেছে.....
আঃহা! ধরেছি তোদের! এর জন্যে তোদের সাজা পেতে হবে!
এই মরেচে! কেল্টো!

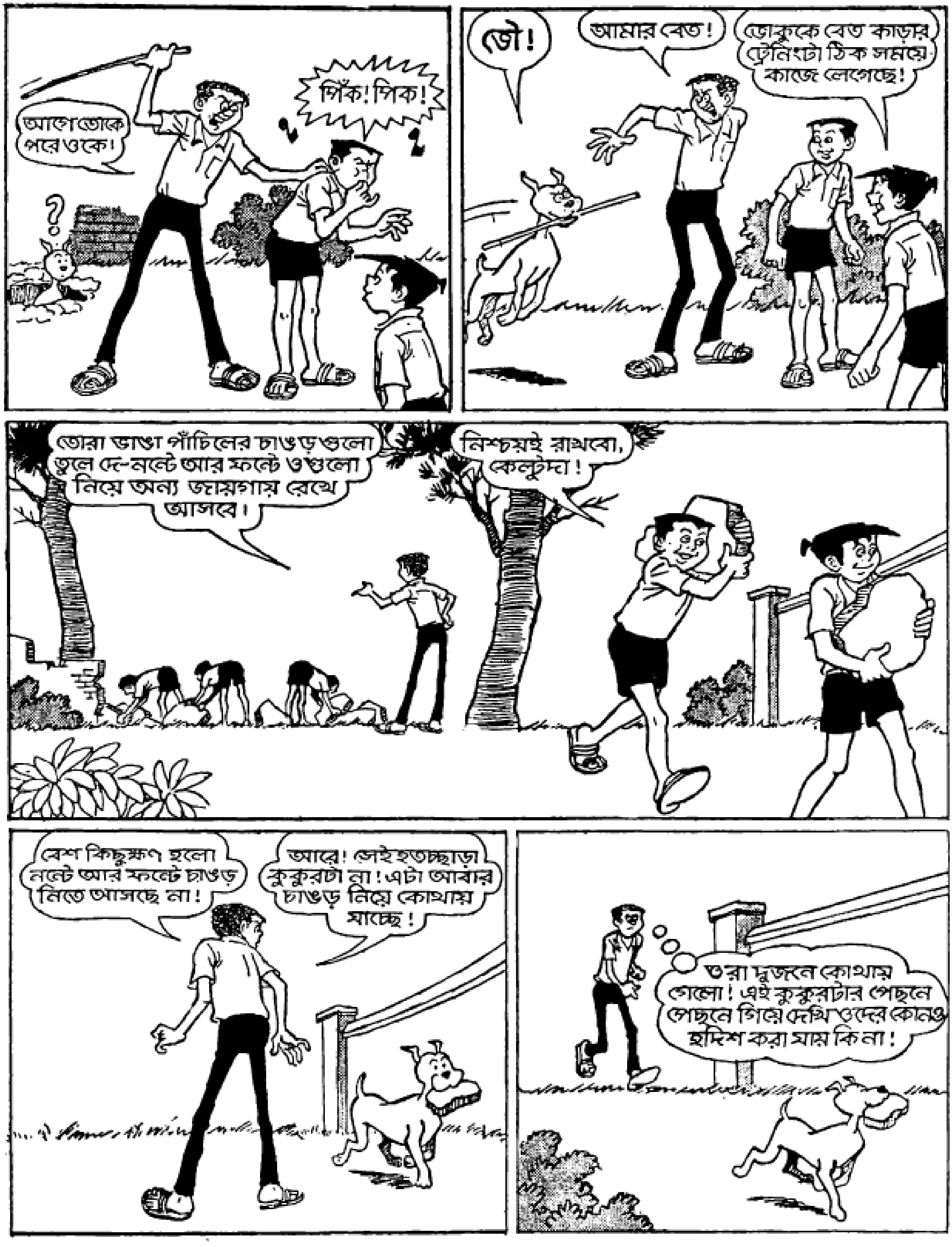
আগে তোকে পরে ওকে।
পিঁক! পিক!
?
ভৌ!
আমার বেত!
ভোকুকে বেত কাড়ার ট্রেনিংটা ঠিক সময়ে কাজে লেগেছে!
তোরা ভাঙা পাঁচিলের চাঙড়গুলো তুলে দে—নন্টে আর ফন্টে ওগুলো নিয়ে অন্য জায়গায় রেখে আসবে।
নিশ্চয়ই রাখবো, কেল্টুদা!
বেশ কিছুক্ষণ হলো নন্টে আর ফন্টে চাঙড় নিতে আসছে না!
আরে! সেই হতচ্ছাড়া কুকুরটা না! এটা আবার চাঙড় নিয়ে কোথায় যাচ্ছে!
ওরা দুজনে কোথায় গেলো! এই কুকুরটার পেছনে পেছনে গিয়ে দেখি ওদের কোনও হদিশ করা যায় কি না!

ওহোঃ! আবার পালাবার চেস্টা—এঃ!
কাজ করতে যা নন্টে আর ফন্টে-আর এবার তোরা যাতে পালাতে না পারিস সে ব্যবস্থা করছি!
কাজে ব্যস্ত থাক। এটা টেনে জমি সমান কর। তুই সামনে টানবি পেছনে নন্টে ঠেলবে
উফ্! আফ্!
ওফ্!
দ্যাখ, নন্টে! কুকুরটাও আমাদের সাহায্য করতে চেস্টা করছে! ওফ্!
গররর!
উফ!
কচাৎ!

মরেছে! রোলারটা যে গেট উপড়ে ফেললো!
কেল্টু ছেলেদের নিয়ে কেমন বাগান সাফ করছে দেখে আসি।
এবার বাগানে ভালো ভালো ফুল ফুলগাছ লাগাবো — ইরক্!
আমি প্রায় পিষে গিয়েছিলাম! শিগগির বল এ জন্যে দায়ী কে? এটা যার কর্ম আমি তার চর্ম খুলে নিয়ে ডুগডুগি বাজাবো!
কেল্টুদার জন্যেই এটা হয়েছে, স্যার!
কোথায় গেলো সেই হতচ্ছাড়া চিমড়ে মর্কটটা?
স্যা-স্যার, ওটা একটা দুর্ঘটনা!
ঠিক আছে, এটাও — আর একটা দুর্ঘটনা হবে।
ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে তাড়া করেছে, ফন্টে — চল এইতালে সরে পড়ি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এটার কথা কেল্টুদা অবশ্যই জানেনা — এর মধ্যে আমাদের সবকিছু সরঞ্জাম খাবার লুকোনো থাকে। তুমি নতুন আমাদের সঙ্গে থাকবে তাই তোমাকে দেখালাম
সত্যি তোমাদের এলেম আছে!
পরে
বাঃ! বেশ ভালো কাজ করেছিস, প্যাঙা!
আচ্ছা! নয়া আমদানীটি তাহলে কেল্টোর চর!
নতুন ছেলে
কেল্টোর চর
গুপ্ত জায়গাটা
দেখিয়ে দিয়েছে
বটে! প্যাঙাকে ধরে তাহলে বেশ করে ঠ্যাঙাতে হবে!
কেল্টুদাকে আর একটা খবর দিয়ে আসি।
পিঁপ! পিঁপ!
আসছি, প্যাঙা!

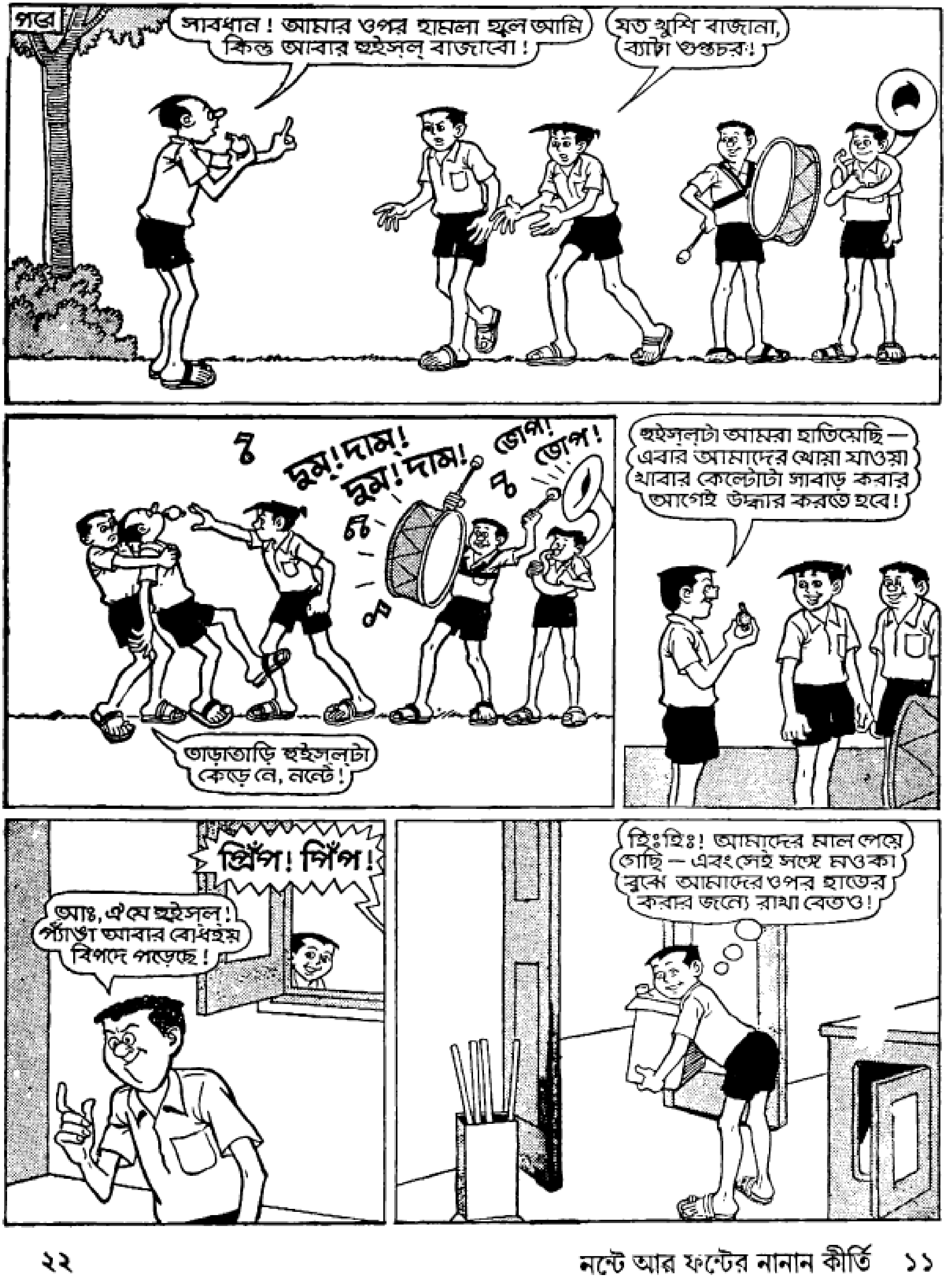
পরে
সাবধান! আমার ওপর হামলা হলে আমি কিন্তু আবার হুইস্‌ল্‌ বাজাবো!
যত খুশি বাজানা, ব্যাটা গুপ্তচর!
দুম! দাম! দুম! দাম!
ভোঁপ! ভোঁপ!
তাড়াতাড়ি হুইসলটা কেড়ে নে, নন্টে!
হুইস্‌লটা আমরা হাতিয়েছি — এবার আমাদের খোয়া যাওয়া খাবার কেল্টোটা সাবাড় করার আগেই উদ্ধার করতে হবে!
প্রিঁপ! পিঁপ!
আঃ, ঐ যে হুইসল! প্যাঁও আবার বোধহয় বিপদে পড়েছে!
হিঃ হিঃ! আমাদের মাল পেয়ে গেছি — এবং সেই সঙ্গে মওকা বুঝে আমাদের ওপর হাতের করার জন্যে রাখা বেতও!

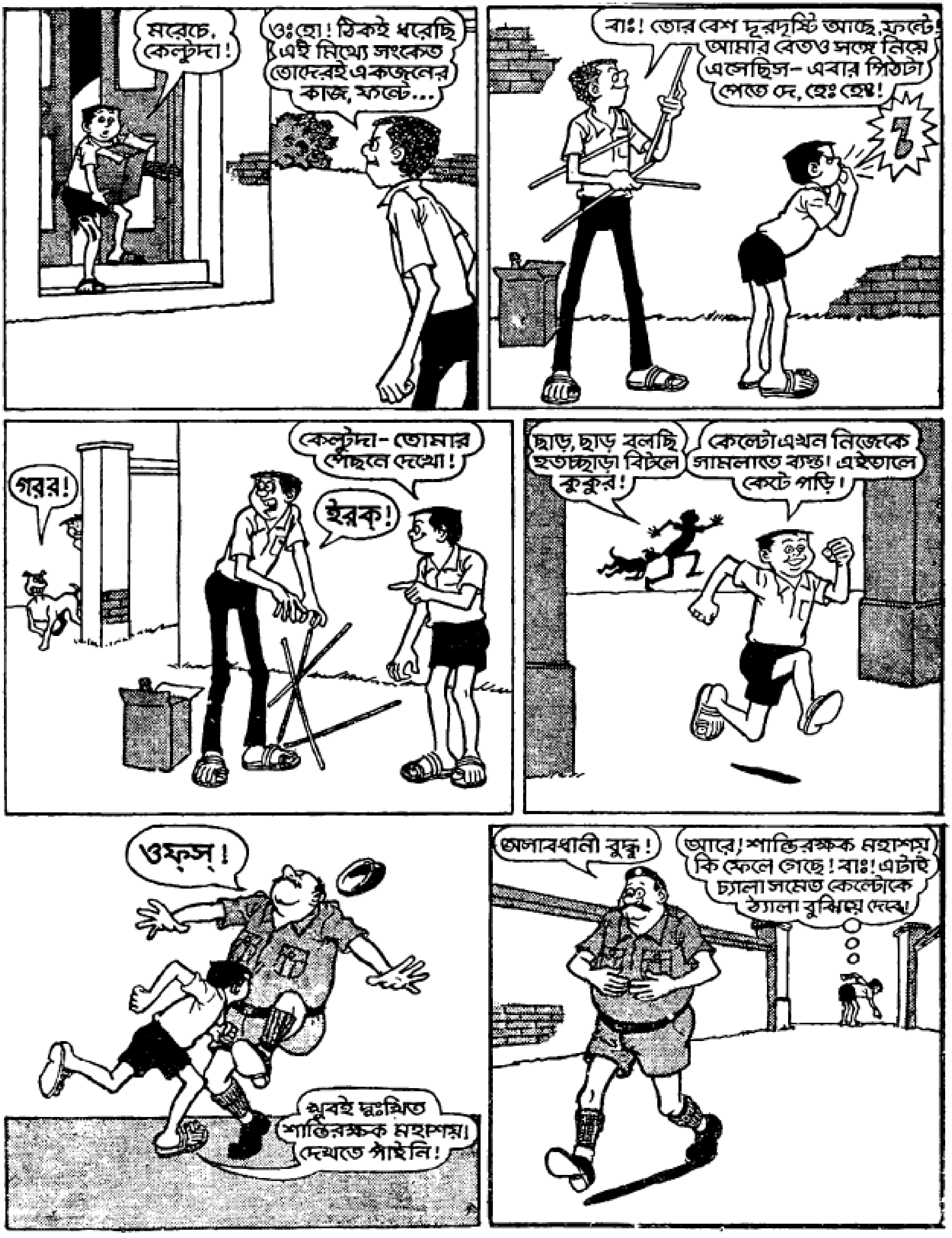

মরেছে, কেল্টুদা!
ওঃ হো! ঠিকই ধরেছি এই মিথ্যে সংকেত তোদেরই একজনের কাজ, ফন্টে...
বাঃ! তোর বেশ দূরদৃষ্টি আছে, ফন্টে! আমার বেতও সঙ্গে নিয়ে এসেছিস– এবার পিঠটা পেতে দে, হেঃ হেঃ!
গরর!
কেল্টুদা– তোমার পেছনে দেখো!
ইরক্!
ছাড়, ছাড় বলছি হতচ্ছাড়া বিটলে কুকুর!
কেলটো এখন নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত! এই তালে কেটে পড়ি।
ওফ্‌স্!
খুবই দুঃখিত শান্তিরক্ষক মহাশয়! দেখতে পাইনি!
অসাবধানী বুদ্ধু!
আরে! শান্তিরক্ষক মহাশয় কি ফেলে গেছে! বাঃ! এটাই চ্যালা সমেত কেলটোকে ঠ্যালা বুঝিয়ে দেবে!

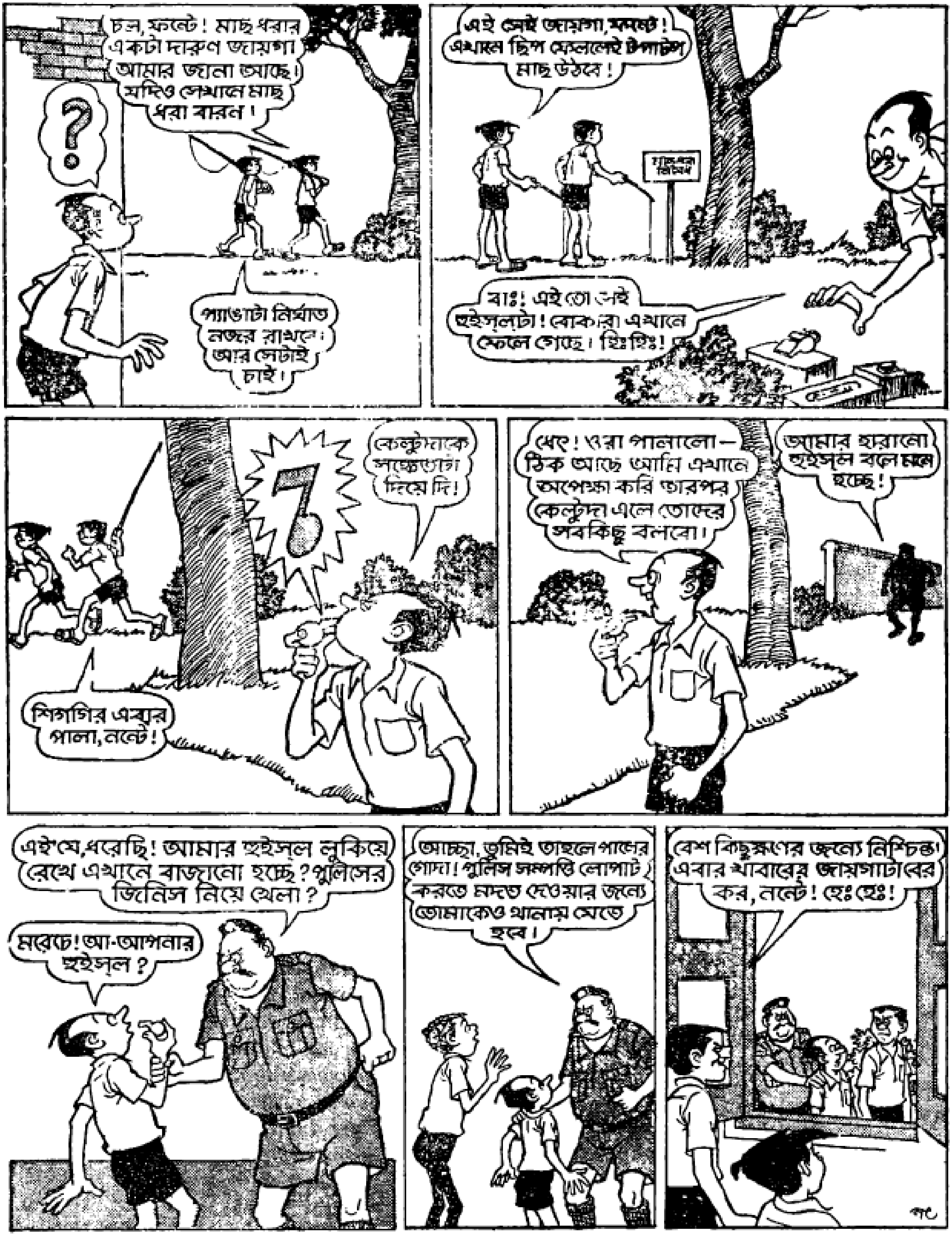

চল, ফন্টে! মাছ ধরার একটা দারুণ জায়গা আমার জানা আছে। যদিও সেখানে মাছ ধরা বারন।
?
প্যাঙাটা নির্ঘাত নজর রাখবে। আর সেটাই চাই।
এই সেই জায়গা, ফন্টে! এখানে ছিপ ফেললেই টপাটপ মাছ উঠবে!
বাঃ! এই তো সেই হুইস্‌লটা! খোকারা এখানে ফেলে গেছে। হিঃহিঃ!
কেল্টুদাকে সঙ্কেতটা দিয়ে দি!
শিগগির এব্বার পালা, নন্টে!
ধেৎ! ওরা পালালো — ঠিক আছে আমি এখানে অপেক্ষা করি তারপর কেল্টুদা এলে তোদের সবকিছু বলবো।
আমার হারানো হুইস্‌ল বলে মনে হচ্ছে!
এই'যে, ধরেছি! আমার হুইস্‌ল লুকিয়ে রেখে এখানে বাজানো হচ্ছে? পুলিসের জিনিস নিয়ে খেলা?
মরেছে! আ-আপনার হুইস্‌ল?
আচ্ছা, তুমিই তাহলে পাণ্ডের গোদা! পুলিস সম্পত্তি লোপাট করতে মদত দেওয়ার জন্যে তোমাকেও থানায় যেতে হবে।
বেশ কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত! এবার খাবারের জায়গাটা বের কর, নন্টে! হেঃ হেঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টু, ব্যাগটা দে!
এই যে দিচ্ছি স্যার!
এই নিন! কোথায় যাচ্ছেন স্যার?
স্কুল ফাণ্ডের টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসি।
আহ! টাকা যাচ্ছে! তাড়াতাড়ি আগে এগিয়ে ওর যাবার রাস্তার ধারে ওঁৎ পেতে থাকি।
এ পথটা একটু নির্জন বটে, তবে সর্টকাটে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।
যেমন এর আগে অনেকের হয়েছে— তেমনি এর টাকাটাও ব্যাঙ্কের বদলে আমার ট্যাঁকে জমা হবে।
দাদা, আপনার কষ্ট লাঘব করতে আমাকে অনুমতি দিন।
তার মানে? কে তুমি? কি চাও?
আমি আপনার একজন দীন সেবক। আপনি আপনার গ্যাঁৎকা শরীর নিয়ে চলতেই কষ্ট পাচ্ছেন তার ওপর ঐ ভার বহন। তাই বলছি ওটা আমাকে দিয়ে হাল্কা হয়ে মনের আনন্দে গড়গড়িয়ে চলে যান।

আমার তার লাগবের প্রয়োজন নেই। পথ ছাড়ো, আমার তাড়া আছে।
তাড়া তো আমারো আছে স্যার! তার জন্যে রাস্তার মোড়ে গাড়ি ভাড়া করে রেখে এসেছি—নিন, চটপট দিন।
বেশী দেরী করার উপায় নেই থোংকাবাবু! তাই নিজেই নিয়ে নিলাম।
অ্যাই! অ্যাই! দিয়ে দাও, দিয়ে দাও বলছি!
ধরো, ধরো! পাকড়ো, পাকড়ো! পুলিস, পুলিস!
কি হইয়েসে? এতো চিলাচ্ছেন কেনো মোশাই?
আমি চিল্লাবো না তো কি তুমি চিল্লাবে? আমার টাকা শুদ্ধ ব্যাগ ছিনতাই হয়ে গেলো আর উনি এতোক্ষণে এসেছেন ইয়ে করতে।
চলুন, আপনাকে এখুন থানায় যেতে হোবে।
আমার জিনিস খোয়া গেলো আবার আমাকেই বলে থানায় যেতে হবে! আগে শিগগির চোর পাকড়াও করো।
সে পড়ে পাকড়িয়ে লিবো মোশাই!
হ্যাঁ, সে তোমাদের পাকড়াবার আশায় রাস্তার মোড়ে বসে থাকুবে। ঠিক আছে, চলো থানাঅফিসারের সঙ্গে কথা বলে দেখি।
আরে আমি তো ওহি কোথা বলছিলাম।

থানায়
একটা নচ্ছার বছর কয়েক ধরে আমাদের নাজেহাল করছে। ব্যাটাকে কিছুতেই ধরতে পারছি না। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেই একই লোকের কাজ। দেখুন তো এই কিনা?
এই তো! সেই ব্যাটাই তো বটে!
এবার একে ধরার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
একি স্যার! আপনি যে একেবারে ধ্বসে গিয়েছেন! কি হয়েছে স্যার?
ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে এক ব্যাটা সব টাকা ছিনতাই করে নিয়েছে রে কেল্টু।
পরে
এবার ছুটির আগে স্যার বলেছিলেন ফিস্ট হবে। তার দফা বোধহয় রফা হয়ে গেলো, নন্টে।
ঐ ব্যাটা ছিনতাইবাজটাই সব পণ্ড করে দিলো। একবার দেখতে পেলে—
স্যার এই চিঠিটা তাড়াতাড়ি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে বললেন। খুব জরুরী চিঠি। আমিই যেতুম—কিন্তু স্যারকে দেখাশুনা করতে হচ্ছে তাই—
কেল্টোটা একের নম্বরের ফাঁকিবাজ। কাজ করতে হলেই আমাদের ঘাড়ে চাপায়।
নন্টে, দেয়ালে কি একটা সাঁটা রয়েছে। চল তো দেখি ওটা কি!

ফন্টে, মনে হচ্ছে এই স্যারের ব্যাগ ছিনতাই করেছে।
আমারও তাই মনে হয়। ব্যাটা পুরোনো পাপী তাই পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
সন্ধান চাই
সন্ধান বা ধরিয়া দিলে ৫০০ টাকা পুরস্কার
হেঃ। হেঃ! আমার নাম লেটুরাম খেটুয়া। আমাকে ধরা অতো সহজ নয়। তবে এখন কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হবে।
পরদিন
জয় কালী!
!
একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী মনে হচ্ছে স্যার।
ভদ্র, অনধিকার প্রবেশ মার্জনা করিবেন। আপনাকে দেখিয়া প্রতীয়মান হইতেছে আপনি অত্যন্ত মনোকষ্টে আছেন।
হ্যাঁ, স্বামিজী। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?
জয় কালী। আমার অন্তরে খোঁচা মারিয়া মা-ই আমাকে জানাইয়া দেন ভদ্র। আপত্তি না থাকিলে মায়ের আদেশে আপনার সমস্যা নিরসনের প্রয়াস করিতে পারি।
বিলক্ষণ। কোন আপত্তি নেই। যে বিপদে পড়েছি প্রভু, তার থেকে যদি আমাকে মুক্ত করতে পারেন তবে আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু আপনি কি তা পারবেন?

জয় কালী। মায়ের কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়, ভদ্র। আর মায়ের নির্দেশে আমি বিপন্নের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু সব কথা প্রকাশ্যে বলা অনুচিত।
ঠিক কথা। ভিতরে চলুন।
তোরা এখানে বসে গুলতানি করছিস ওদিকে স্যারের কাছে এক সাংঘাতিক কাপালিক সাধু এসেছেন। কি তেজ রে মাইরি!
তাই নাকি? চল ফন্টে দেখি গিয়ে।
আমি সঙ্গোপনে আপনাকে কিছু নিবেদন করিতে চাই। ইহারা কাহারা
এরা এই বোর্ডিংএরই ছাত্র।
উত্তম। কিন্তু চপলমতি বালকদের সম্মুখে গোপন কিছু না বলাই শ্রেয়। কারণ উহারা সবকিছু প্রকাশ করে।
নন্টে আর ফন্টে। তোমরা এখন তোমাদের ঘরে যাও
এবার বলুন স্বামিজী।
অতি সম্প্রতি আপনার মূল্যবান কিছু অপহৃত হইয়াছে। সেই বস্তু ফিরিয়া পাইলে আপনি উদ্ধার পাইবেন
আশ্চর্য।
জয় কালী। কিছুই আশ্চর্য নহে ভদ্র! মা তার ভক্তকে সবকিছুই অবগত করান। মায়ের নির্দেশে আমি এমন কার্য করিব, সেই পাষণ্ড উন্মাদের মতো ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু —

কিছু শর্ত আপনাকে পালন করিতে হইবে ভক্ত!
আপনি বলুন। আমি নিশ্চয়ই পালন করবো।
জয় কালী! প্রথম, সমস্ত কার্যটাই কিছু সময় সাপেক্ষ। তাই আমাকে আপনার এইস্থানে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইবে। দ্বিতীয়, আমি এইস্থানে আছি এই বার্তা প্রচার না হয়। তৃতীয়, যতদিন না কার্যসিদ্ধি হয় ততদিন কেহ আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না।
তাই হবে। কিন্তু আপনার আহার্যের কি ব্যবস্থা হবে?
আমার আহার্যের নিমিত্ত বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। দ্বিপ্রহরে মাংস সহযোগে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল সিদ্ধ আর নিশিথে গোদুগ্ধের সহিত কদলী।
আপনার কথা মতোই হবে।
আপনি এই ঘরেই থাকিবেন। কেউ আপনার ব্যাঘাত ঘটাবে না। তাহলে আসি, প্রভু?
জয় কালী!
একটু পরে
হাঃ হাঃ! হোঁৎকার টাকা লোপাট করে আবার ওরই কাঁধে চেপে আত্মগোপনের দিব্যি ব্যবস্থা করেছি।
ছোঁড়াদুটোকে একটু নজরে রাখতে হবে। ওরা আমার ছবিটা দেখেছে। তবে গোদাটোকেই যখন ধোঁকা দিয়েছি…
রাত্রে
দেখলি তো! কেল্টে রইলো আর আমাদের হাঁকিয়ে দিলে। দ্যাখ নন্টে, আমার মনে হচ্ছে এই স্বামিজীকে কোথাও দেখেছি।

আশ্চর্য কি! হয়তো রাস্তাঘাটে দেখে থাকবি।
কি বললি, রাস্তাঘাটে দেখেছি—
ঠিক বলেছিস নন্টে। রাস্তাতেই দেখেছি। কাল সকালে তোকেও দেখাবো।
পরদিন
ঐ দ্যাখ নন্টে। আমাদের স্বামিজী।
সন্ধান চাই
সন্ধান বা ধরিয়া দিলে ৫০০ টাকা পুরস্কার
কি যা তা বলছিস? এ তো সেই স্যারের ব্যাগ চোট্টা।
আচ্ছা তোকে দেখাচ্ছি।
কিরে? এবার আমাদের স্বামিজ্বিকে পেলি?
সন্ধান চাই
সন্ধান বা ধরিয়া দিলে ৫০০ টাকা পুরস্কার
তাইতো! সেই ব্যাটা স্বামিজীই তো বটে রে ফন্টে।
হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে এখন কি করা যায় ফন্টে?
সন্ধান বা ধরিয়া দিলে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাওয়া যায়।
একটা মতলব মাথায় গজিয়েছে নন্টে শোন্ —
ওঃ, দারুণ! তারপর ব্যাটা নাজেহাল হয়ে ঘর থেকে বেরোলেই খপ—
সেদিন রাত্রে
আঃ! খাওয়াটা ভালোই হয়েছে। দুপুরে মাংস ভাত, এখন চারটে বর্তমান কলার সঙ্গে সের খানেক দুধ। তোফা। এবার শুয়ে পড়া যাক। এখন আর পরচুলের দরকার নেই।

মাঝরাতে
লঙ্কার ধোঁয়া আরো কিছুক্ষণ ভেতরে ঢুকুক। তারপর একসঙ্গে চ্যাচাবো।
আগুন! আগুন
ওরে বাবা, আগুন! ধোঁয়ায় নাক চোখ জ্বলে গেলো! (খক্ খক্)
দরজাটা কোন্ দিকে?
স্বামিজী! স্বামিজী— ওক!
ওরে বাবারে! আগুন— কোক!
আমাদের হাত লাগাবার আর প্রয়োজন নেই নন্টে।
পুরস্কারটা তাহলে আমরাই পাচ্ছি। সে ভাবেই হোক। কি বল?
নিশ্চয়।
এবার থানায় খবর পাঠাই।
পুলিস না আসা পর্যন্ত উঠবেন না স্যার।
উফ! উফ! গেলুম
আপনিই পুরস্কারের টাকাটা পাবেন। দারুণ বীরত্ব দেখিয়েছেন স্যার।
ব্যাটা যোগ হয়ে কিনা বাঘের গুহায় বাসা বেঁধেছিলো।
এটা কি হলোরে নন্টে?
উলট পুরাণ।
বুঝলি নন্টে আর ফন্টে। সে কি কাণ্ড! স্যার চোটাটাকে জুডোর এক প্যাঁচে মায়েল করে তারপর ওর ওপর চেপে বসে—
হ্যাঁ, একেবারে চুপ।
শাট আপ চামচে।